শাঁখ

আনন্দ ঘোষ হাজরা

সকরুণ শাঁখ বাজে বহুদূর থেকে
চৌপাহাড়ির কান্তার জুড়ে নামে
স্নিগ্ধ আঁধার;
সাল পিয়ালের বনে বনে কেঁপে কেঁপে
সে শব্দ আসে যোজন যোজন দূরে
রুদ্ধ দুয়ারে থেমে
ক্রমে ক্রমে যেন কান্নার মত হয়
প্রতি নগরীতে বাতাস বন্দি - করে।

আমি শুনি, কেউ শোনেনাকো সেই শাঁখ
আমি, জানি কে বাজায়, দিগন্ত পার হয়ে
কার উজ্জ্বল মুখখানি ভেসে থাকে
শত তমসায় বিদীর্ণ ক'রে হাসে
এবং বাজায় কেবলই বাজায়, আকাশে—
অন্ধকারের বুক চিরে নামে করুণা
প্লাবিত করে তা বহুদূর এক নগরেও...

আমি শুনি শুধু যেতে হবে বলে মনে হয়।

সেইসব বন

সুধীর করণ

সময়টা ছিল দুপুর এবং রোদ্দুর ছিল ম্লান
বর্ষাস্নিগ্ধ শালবনে ভেজে বুনো শালিকের ডানা
চমরী গাভীর পুচ্ছের মত কাশফুলে ভরে যায়—
এই বন এই দুপুর একদা রোমাঞ্চকর ছিল।

এই বনভূমি প্রাচীন অতীতে প্রথম সূর্যোদয়ে
তমসার পার দেখেছিল এক পুরুষ জ্যোর্তিময়,
তারই অনুভবে বাসা বেঁধেছিল আগুইবনির গ্রাম
সেখানেই আজ ধর্ষিতা হলো সোনামুখী বাঘঝাঁপা

সেইসব বন অশান্ত হলো নাগরিক অভিঘাতে
কার বন! কার অধিকারে যায়! সীমাহীন সংঘাতে।

সময়টা ছিল তখনই যখন ভোরের সূর্য ওঠে
দিগন্ত জুড়ে অরুণ বরণ সূর্যের ঘোড়া ছোটে।

তোমার জন্য

শ্যামলকুমার নাইয়া

ভালোবাসার মালা গেঁধে তোমার জন্য সকাল-বিকাল
তুলে আনা গন্ধকুসুম, রাতে তারা, মেঘের বাড়ি
তোমার জন্য শাপলা, বকুল, ঘাসরঙের আনবো শাড়ী
আনবো খুঁজে তোমার জন্য দুঃখহরণ পাথরবাটি
তোমার জন্য প্রদীপ জ্বেলে শাঁখের আওয়াজ তীব্র করি
হৃদয় খুঁড়ে তোমার জন্য আনবো শত ঝর্না-ধ্বনি
তোমার জন্য দরজা খুলে রাত প্রহরের ঘন্টা শুনি
হাজার বছর তোমার জন্য নাও আমি মরতে পারি।

একটাই দেশ তবু

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

একটাই দেশ তবু খণ্ডে খণ্ডে কাঁটাতারে ঘেরা
নামের বদল দিয়ে বদল করেছো পরিচয়
মানুষের গতায়াতও থমকে আছে দুপাশে বেড়ায়,
সঙীন উঁচিয়ে দিচ্ছ রক্তচক্ষু কঠোর প্রহরা।
কমল কামাল রবি শবনম আর রবিউলেরা
আজও কী গুলতানি মারে সাচারের রথের মেলায়।
সে সব চপল দিন স্মৃতি হয়ে রয়েছে হাওয়ায়—
আরও কিছু রক্ত চিহ্ন হৃদয় ও শরীরে ফাটাছড়া।

এ্যাতো তো বেঁধেছ তবে বাতাসকেও বাঁধো তুমি, দেখি
ও কেন আনছে বয়ে পদ্মার প্রাচীন দীর্ঘশ্বাস!
মেদিনী রেখেছে কেন দু'পাশের ভূমিরূপও একই?
যশোরে সংসার পাতে বনগাঁরই জোড়া বালিহাঁস।

যা কিছু নিষেধ বুঝি গুটিকয় মানুষকেই ঘিরে
বহুধা খণ্ডিত বুকে মানুষের বাঁচা অশ্রুনীরে।

স্মৃতির ভার

কমল মুখোপাধ্যায়

একদিন শৈশবের আকিঞ্চন ভালোবাসা নিয়ে
সে-ও ফিরে এলো, আমার এই এলোমেলো আশ্বিনের
ঘনঘোর বর্ষার রাতে, জ্যোৎস্নার ছায়া যেন পড়ে আছে
নিকোনো উঠোনে; কখন ফিরেছি শান্ত নহরের স্নানে
শীতের সকালে, যখন পড়েছে খসে হলুদ রেন্ট্রির পাতা
স্মৃতির দীঘির জলে, বাস্তু পুজোর দিনে সুমঙ্গল ভোরে;

রমণীরা দেয় উলুধ্বনি, বরণের শুভশঙ্খ বাজে
মায়ের কান্নায় ভিজে নবীনা কিশোরী অগ্নিবেশে যাবে পতিঘরে—
কুয়াশার মতো সেই স্মৃতিভার জেগে ওঠে আজ
বিপন্ন সময় যেন অন্ধকারে জাগে সারারাত।

আয়লা

অজয় সেন

কোথায় তোমায় বসতে দি? এখানে এ দেশে শুধু জল আর জল
এখন এখানে কোন ঠিকানা নেই, গ্রামের নাম, মৌজা, পরগনা সব ঢেকেছে জলের নীচে
এদেশে জলের কণায়, বিন্দুতে সবার সাকিন, নিভৃত নাম রয়েছে
চঞ্চল ঢেউয়ের নিচে মৃত।
এসো, এই বাবলা গাছের মগডালে বোসো, কিছু সুঃদুঃখের কথা বলি, শুনি
গতকাল থেকে এত বৃষ্টি হলো, আমাদের বয়স বেড়ে গেল কালকের কথা ভেবে
জলের নীচে শুয়ে আছে শিশু-সন্তান ও দুধেল পোষ্য।
এই তো, গতবার খরার জন্য বৃষ্টি দেবতার আরাধনা, পূজা আচ্চা সবই হোলো
আর এবার সুন্দর নিয়তির মতো পাড় মাতালের মতো ঝোড়ো রাতে
উড়ে গেলে গল্পের শোনা অবিকল গ্রাম, মানুষ ও মন্দিরের পিতলের ভারী ঘন্টা।

পক্ষকাল পরেও বসে আছি সেই বাবলা গাছের প্রিয় আসনে, বোধহয় গত জন্মে
ছিলাম মাল্লার ঘরে, বুঝতাম শুধু নৌকার পাটাতন ও তলদেশ, যাদের
জীবনে শুধু খেযা পারাবার, লবন জলে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপ যাওয়া আসা,
কুয়াশা ঘেরা এই ভোররাতে, কালো জল কেটে এগিয়ে আসছে ত্রাণের নৌকো,
আসছে, আসছে আরো কাছে, ক্রমশ বেলা গড়িয়ে অপরাহ্ন, রাত নামছে জলের
ওপরে, হায়, নৌকা আসে না, মরীচিকা তুমিও তাহলে এলে?

কুমারীকথা

রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

‘হায়, কুমারী নদীর বাঁধনে,
যেতে হল ভাই কোন্ বনে?’
—প্রচলিত বাউলগীতি, কংসাবতী কুমারী
যুগল জলধারা নির্মাণে বিস্থাপিত মানুষজনের
বেদনায় অনুসৃত।

ভেসে ওঠে কিশোরীটি, কুমারী নদীর
ড্যামে গ্রাম—তার খেলাঘর ডুবে যায়
পড়ে থাকে স্মৃতিচিহ্ন—মায়ের শ্মশান
ফেলে গঞ্জে উঠে আসে ক্ষেত্রপাল বাপ
ক্ষেত্রহীন খুলে বসে চোলাই মদের
আসন্ন পসরা— ঘিরে আসে মধুলোভী
নাগরিক টুরিস্ট পুঙ্গব কিশোরী বাড়িয়ে
দেয় ছোলা ডিম চাট—জলের সমুদ্র
যেখানে তাদের গ্রাম ছিল একদিন।

সভ্যতার বুভুক্ষার টানে কয়েকটি গ্রাম
চলে গেল কুমারীর পেটে, কুমারী সে
নিজেও মজেছে— শিকল পরানো ড্যামে।
প্রতিবেশী মাসি আসে, বাপকে টোপ দেয়—
সভ্যতার যে আদব নদীকে বেঁধেছে
কিশোরী কি তার বজ্রবাহু থেকে মুক্তি পাবে?

বেলাভূমি

কমল তরফদার

প্রথমে অস্পষ্ট থাকে
তারপর জেগে ওঠে শিরা
জাগে গেরুয়া বর্ণের কিছু মাটি
ফেনপুঞ্জে উচ্ছ্বাস প্রকাশ।

প্রথমে নিমগ্ন থাকে
তারপর জেগে ওঠে বালি
সমুদ্রবেলায়
হাঁটতে থাকে যৌবনের পা।
ঝিনুকের মতো সারাবেলা
যুবতীর চোখ মিটিমিটি
সাদা ঝিনুক, কালো ঝিনুক, খয়েরি ঝিনুক

দেখে সূর্য নেমে যায় বুঝি হেসে
হাঁটতে থাকে যৌবনের পা
বিজয়ের অভিলাষ ভিতরে গর্জায়
আঙুলে আঙুলে বন্দী, তালবন্দী দেহ।

দেহ জেগে থাকে যেন মাটি
আত্মা থাকে কোনোখানে মজ্জমান
সমুদ্রসৈকতে
যুগলদ্বিধায় থাকে, শ্যাম রাখি
নাকি রাখি কুল
কোন্খানে দেহভূমি, কোন্খানে প্রাণ!